০১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিচিতি

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় একটি দক্ষ ও গতিশীল রাজস্ব প্রশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭৬ (The National Board of Revenue Order, 1972) এর ভিত্তিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি কাস্টমস, মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর বিষয়ক রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক দেশের মোট রাজস্বের ৮৬% এর অধিক আহরিত হচ্ছে। এটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান, একই সাথে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগেরও সচিব। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রত্যক্ষ কর অনুবিভাগের ৮ জন এবং পরোক্ষ কর অনুবিভাগের ৭ জন সদস্য পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং প্রশাসন কাজে ১ জন সদস্য চেয়ারম্যানকে সহায়তা করেন। সদস্যদের মধ্যে প্রতি অনুবিভাগ থেকে ২ জন করে মোট ৪ জন সদস্য ১ম গ্রেডভুক্ত এবং অবশিষ্ট সদস্যগণ ২য় গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ৫টি অনুবিভাগে বিভক্ত। এগুলো হচ্ছে বোর্ড প্রশাসন অনুবিভাগ, কাস্টমস অনুবিভাগ, ভ্যাট অনুবিভাগ, আয়কর অনুবিভাগ এবং গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ। নিম্নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যভিত্তিক কাঠামো এবং পদসোপানভিত্তিক কাঠামো চার্টের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল (সিআইসি) এবং বোর্ড প্রশাসনের অধীনে তথ্যপ্রযুক্তি শাখা কাজ করছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

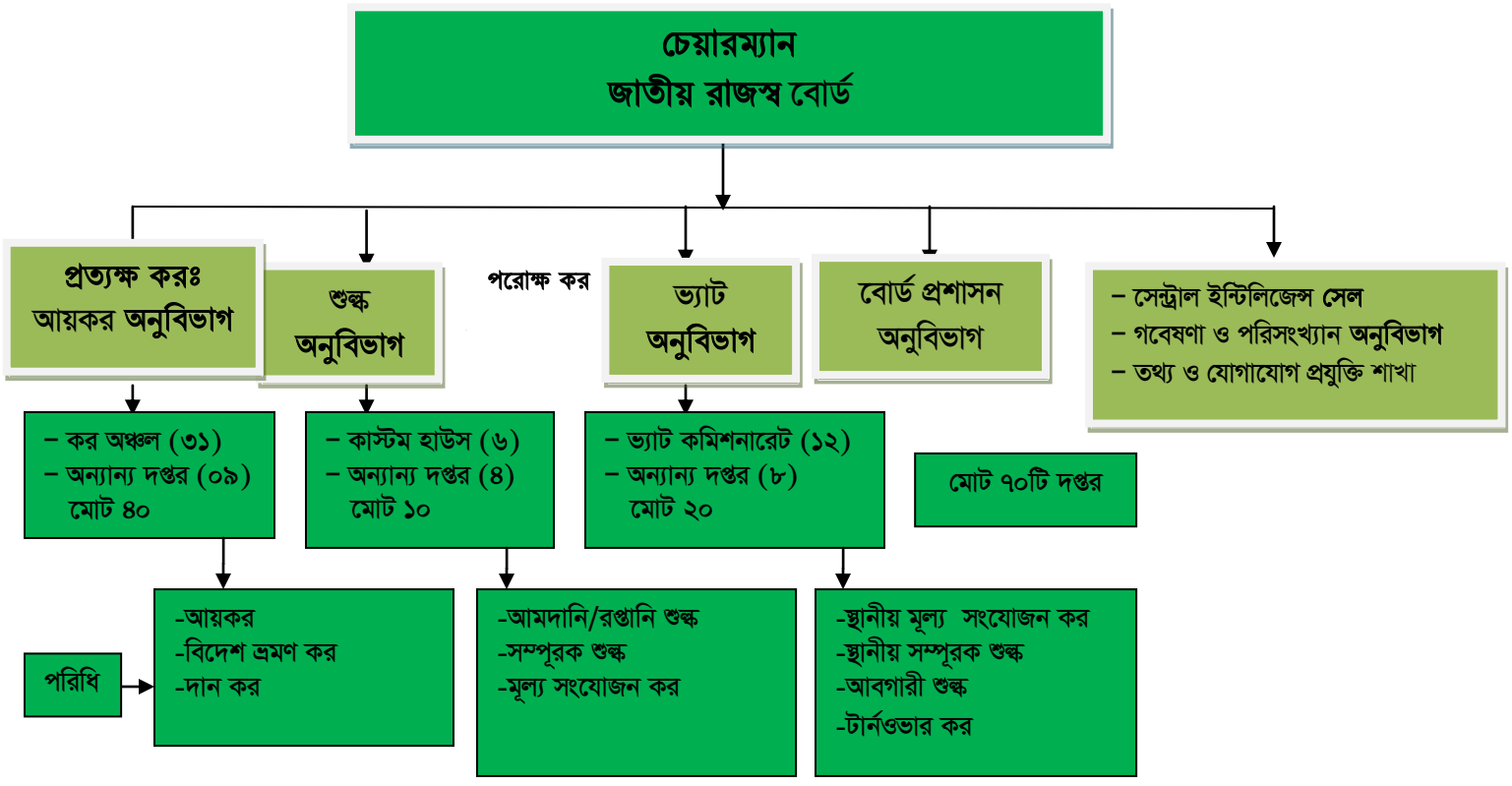

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্যভিত্তিক কাঠামো

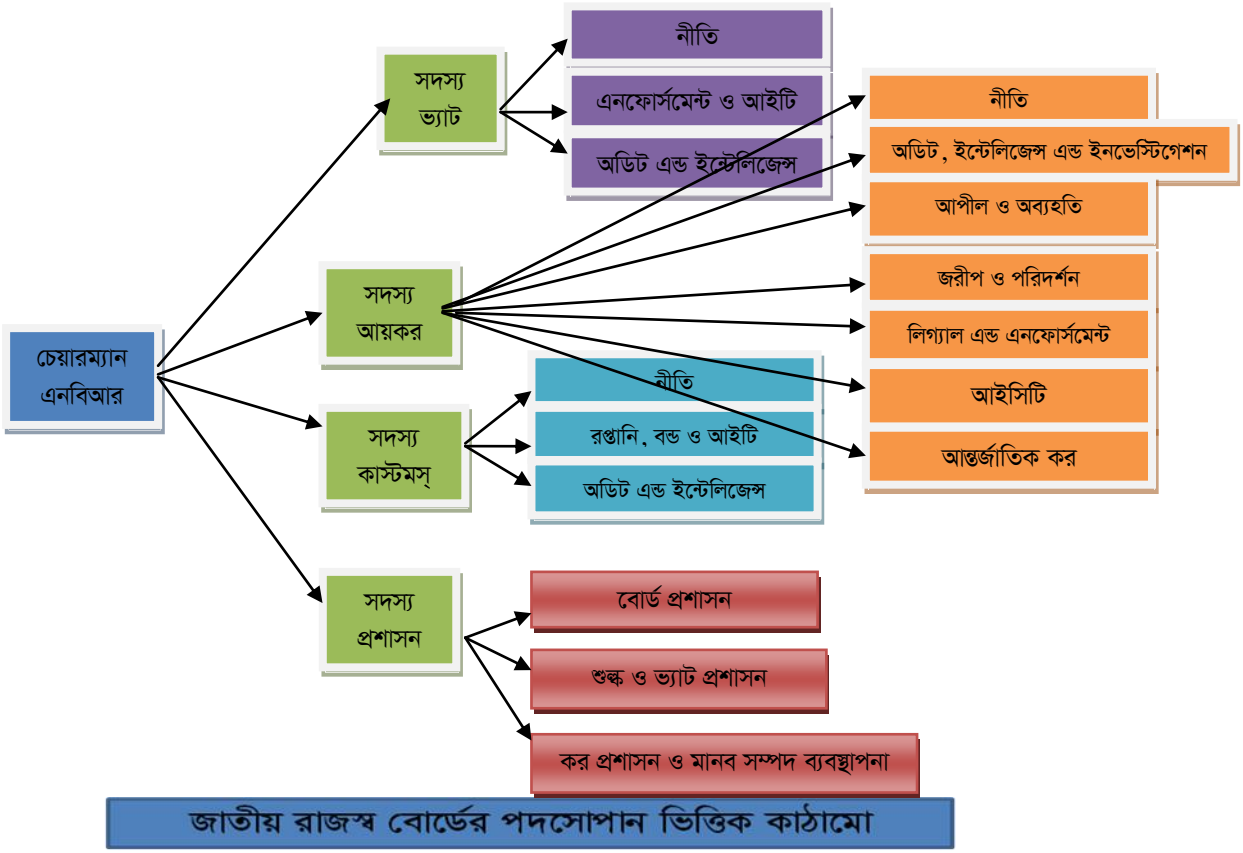

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পদসোপান ভিত্তিক কাঠামো

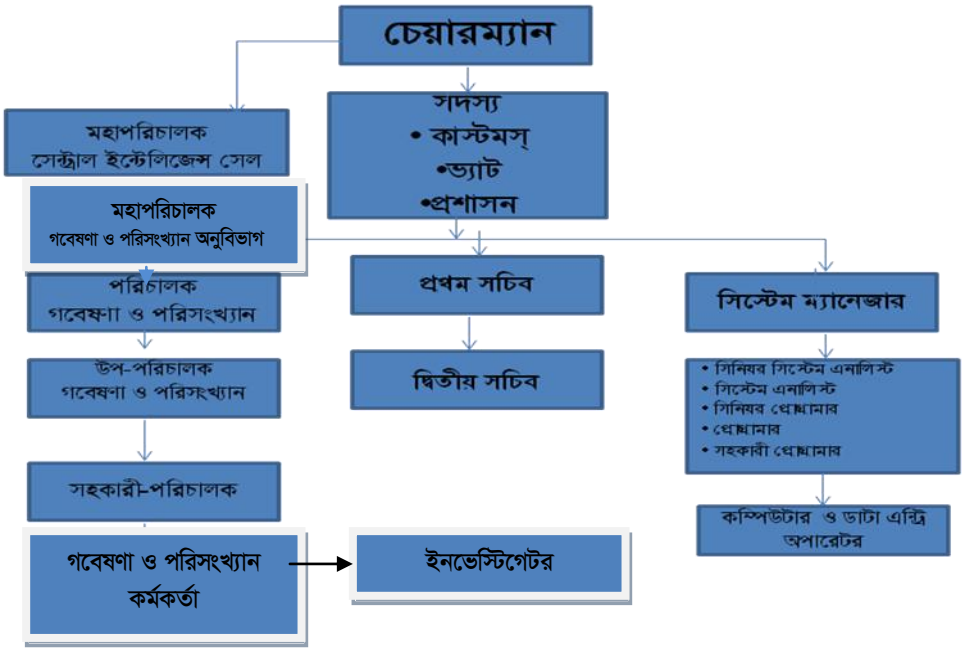

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের সংখ্যা মোট ৭০টি। প্রত্যক্ষ কর প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল/জরীপ অঞ্চল/আপীল অঞ্চল/দপ্তর/পরিদপ্তর/অধিদপ্তরের সংখ্যা ৪০টি। এর মধ্যে ৩১টি দপ্তরের দায়িত্ব রাজস্ব সংগ্রহ করা। অবশিষ্ট ৯টি দপ্তরের মধ্যে ৭টি আপীল কার্যক্রম পরিচালনা, ১টি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজে ও ১টি পরিদর্শন কাজে নিয়োজিত রয়েছে। পরোক্ষ কর প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস, শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট কমিশনারেট/দপ্তর/পরিদপ্তর/ অধিদপ্তরের সংখ্যা ৩০টি। এর মধ্যে ৬টি কাস্টম হাউস, ২টি কাষ্টমস বন্ড কমিশনারেট ও ১২টি শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট কমিশনারেট রাজস্ব সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত। অবশিষ্ট দপ্তরসমূহ হলো ৪টি আপীল কমিশনারেট, ১টি কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত পরিদপ্তর, ১টি মূসক নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত পরিদপ্তর, ১টি শুল্ক, রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর, ১টি কাস্টমস (শুল্ক) নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন (ভ্যালুয়েশন) কমিশনারেট, ১টি প্রশিক্ষণ একাডেমী এবং ১টি বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে অবস্থিত স্থায়ী কাস্টমস প্রতিনিধির (Permanent Customs Representative) দপ্তর।

জনবল

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং এর অধীন দপ্তরসমূহের জনবলের অনুমোদিত পদ সংখ্যা মোট ২০,৮৬৭টি। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদর দপ্তরে অনুমোদিত পদ সংখ্যা ৬১৪ , প্রত্যক্ষ করের অনুমোদিত পদ সংখ্যা ৯,০৩৬ এবং পরোক্ষ করের অনুমোদিত পদ সংখ্যা ১১,২১৭ (শ্রেণীভিত্তিক জনবলের তথ্য সারণী- ০১ এ সন্নিবেশ করা হয়েছে)।

কার্যাবলী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রধান প্রধান কার্যাবলী ঃ

১. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আহরণের লক্ষ্যে শুল্ক, ভ্যাট ও আয়কর সংক্রান্ত আইন/নীতি প্রণয়ন;

২. বিদ্যমান আইন ও বিধির ব্যাখ্যা/স্পষ্টীকরণ;

৩. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আহরণ;

৪. আয়কর, মূল্য সংযোজন কর ও আবগারী শুল্ক এবং আমদানি ও রপ্তানী শুল্ক আহরণে নিয়োজিত দপ্তরসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ;

৫. অর্পিত ক্ষমতাবলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শুল্ক/কর মওকুফ করা;

৬. রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রার কৌশলগত বিভাজন;

৭. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের আওতা ও পরিধি নির্ধারণ এবং স্বেচ্ছা প্রতিপালন উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি;

৮. রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, রাজস্ব আহরণ মনিটর এবং রাজস্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনা;

৯. করভিত্তি সম্প্রসারণ, কর ফাঁকি রোধকল্পে পরিচালিত জরীপ/নিরীক্ষা কাজে এবং চোরাচালান দমন ও গোয়েন্দা কার্যক্রমে নিয়োজিত দপ্তরসমূহের কার্যক্রম তদারকি ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ;

১০. আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিদেশের সাথে সাধারণ সহযোগিতা চুক্তি, অনুদান ও ঋণ সংক্রান্ত চুক্তি এবং কর-সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা প্রদান;

১১. বন্ডেড ওয়্যারহাউস ও প্রত্যর্পণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধিতে এবং দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;

১২. করদাতা সেবা প্রদান এবং করদাতাদের কর পরিশোধে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী আয়োজন।

১৩. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ দেশী, বিদেশী বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন।

০২। জিডিপি, কর রাজস্ব, কর বহির্ভূত রাজস্ব ও মোট রাজস্ব আহরণের অনুপাত ও পরিস্থিতি

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অধিক রাজস্ব আহরণ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ২০০০-০১ অর্থবছরে বাংলাদেশের রাজস্ব-জিডিপির অনুপাত ছিল ৯.১৪ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৯৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০০০-০১ অর্থবছরে কর রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ছিল ৭.৮০ শতাংশ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা বেড়ে ৮.৯৪ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব-জিডিপির অনুপাত ছিল ২০০০-০১ অর্থবছরে ৭.৪০ শতাংশ, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.৬৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (সারণী-২)। এছাড়া মোট রাজস্ব আহরণ খাতভিত্তিক হিস্যা ও ট্যাক্স জিডিপি হার /জিডিপি, কর রাজস্ব, কর বহির্ভূত রাজস্ব ও মোট রাজস্বের প্রবৃদ্ধি এবং জিডিপি এর শতকরা হার (সারণী-৩, ৪ ও ৫)। ২০০০-০১ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপি, কর রাজস্ব ও মোট রাজস্বের প্রবৃদ্ধি সারণী, এবং ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্য সারণী-৬ এ দেখানো হয়েছে।

০৩। সরকারের মোট রাজস্ব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্ব পরিস্থিতি

দেশের মোট রাজস্বের বৃহদাংশ ও কর রাজস্বের সিংহভাগ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংগ্রহ করে। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে মোট রাজস্বে কর বহির্ভূত রাজস্ব অর্থাৎ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্বের অংশ উল্লেখযোগ্য ভাবে অবদান রাখছে। তবে সরকারের রাজস্বে কর রাজস্ব ও বিশেষতঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অবদান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০০-০১ অর্থবছরে সর্বমোট রাজস্বের ৮৫.৩২ শতাংশ কর রাজস্ব এবং ১৪.৬৮ শতাংশ কর বহির্ভূত রাজস্ব উৎস থেকে পাওয়া যেতো। উক্ত সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ছিল মোট রাজস্বের ৮০.৯৯ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট সংগৃহীত রাজস্বের ৮৯.৭৭ শতাংশ কর রাজস্ব এবং ১০.২৩ শতাংশ কর বহির্ভূত রাজস্ব থেকে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক রাজস্ব ৮৭.১৫ শতাংশ সংগৃহীত হয়েছে (সারণী-৭)। ২০০০-০১ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজস্ব আহরণের গতিধারা লেখচিত্র-০১ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র-০১ ঃ ২০০০-০১ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজস্ব আহরণের গতিধারা

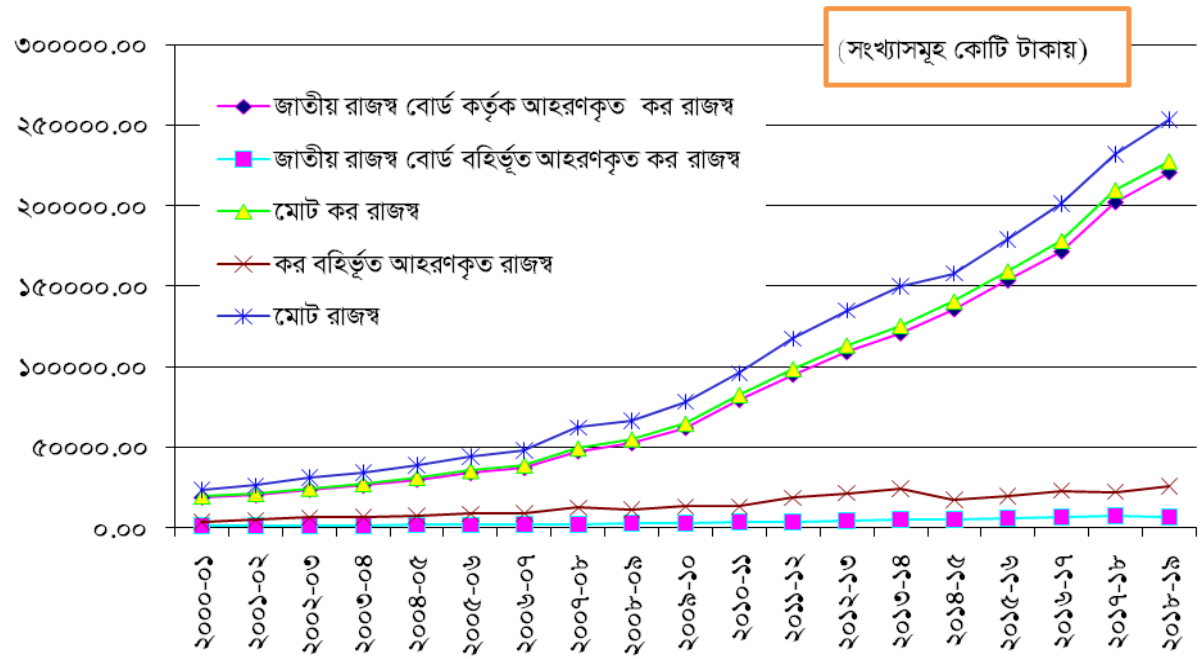

০৪। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ পরিস্থিতি

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারের রাজস্ব আহরণের মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল মোট ৩৩৮৭৮৭.০০কোটি টাকা যা পরবর্তীতে সংশোধিত করে ৩১৬১৮৫.০০ কোটি টাকা করা হয়।
- সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে কর রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৮৯১৭২.০০ কোটি টাকা, যা মোট সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৯১.৪৬ শতাংশ এবং কর বহির্ভূত রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৭০১৩.০০ কোটি টাকা, যা মোট সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৮.৫৪ শতাংশ।
- কর রাজস্বের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৮০০৬৩.০০ কোটি টাকা, যা মোট সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৮৮.৫৮ শতাংশ এবং মোট কর রাজস্বের ৯৬.৮৫ শতাংশ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯১০৯.০০ কোটি টাকা, যা মোট সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ২.৮৮ শতাংশ এবং মোট কর সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৩.১৫ শতাংশ।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণ হয়েছে মোট ২৫৩৩১১.৬২ কোটি টাকা, যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা (৩১৬১৮৫.০০ কোটি টাকা) অপেক্ষা ৬২৮৭৩.৩৮ কোটি টাকা বা ১৯.৮৮ শতাংশ কম। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৮০.১২ শতাংশ।
- আহরণকৃত রাজস্বের মধ্যে কর রাজস্বের পরিমাণ ২২৭৩৯০.৬২ কোটি টাকা, যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার (২৮৯১৭২.০০ কোটি টাকা) অপেক্ষা ৬১৭৮১.৩৮ কোটি টাকা বা ২১.৩৬ শতাংশ কম। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৭৮.৬৪ শতাংশ।
- আলোচ্য অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আহরণ করেছে ২২০৭৭১.৬২ কোটি টাকা, যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা (২৮০০৬৩.০০কাটি টাকা) অপেক্ষা ৫৯২৯১.৩৮ কোটি টাকা বা ২১.১৭ শতাংশ কম। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৭৮.৮৩ শতাংশ।
- আহরণকৃত কর রাজস্বের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্বের পরিমাণ ৬৬১৯.০০ কোটি টাকা, যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা (৯১০৯.০০ কোটি টাকা) অপেক্ষা ২৪৯০.০০ কোটি টাকা বা ২৭.৩৪ শতাংশ কম। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৭২.৬৬ শতাংশ।
- কর বহির্ভূত উৎস হতে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২৭০১৩.০০ কোটি টাকার বিপরীতে আহরণ হয়েছে ২৫৯২১.০০ কোটি টাকা, যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ১০৯২.০০ কোটি টাকা বা ৪.০৪ শতাংশ কম। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৫.৯৬ শতাংশ।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আহরণকৃত মোট রাজস্বের ৮৯.৭৭ শতাংশ আহরণ হয়েছে কর রাজস্ব থেকে এবং ১০.২৩ শতাংশ আহরণ হয়েছে কর বহির্ভূত রাজস্ব থেকে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট রাজস্বের মধ্যে ৮৭.১৫ শতাংশ আহরণ হয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব থেকে, ২.৬২ শতাংশ আহরণ হয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্ব থেকে এবং ১০.২৩ শতাংশ আহরণ হয়েছে কর বহির্ভূত রাজস্ব থেকে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্বের খাতভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ তথ্য সারণী-৮ এ দেখানো হয়েছে। এছাড়া, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আহরণকৃত মোট রাজস্বের মধ্যে কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্বের অংশ লেখচিত্র-০২ এ, আহরণকৃত মোট কর রাজস্বের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্বের অংশ লেখচিত্র-০৩ এ এবং আহরণকৃত মোট রাজস্বের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অংশ লেখচিত্র-০৪ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র - ০২ ঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আহরণকৃত মোট রাজস্বের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত রাজস্ব ও কর বর্হিভূত রাজস্বের অংশ

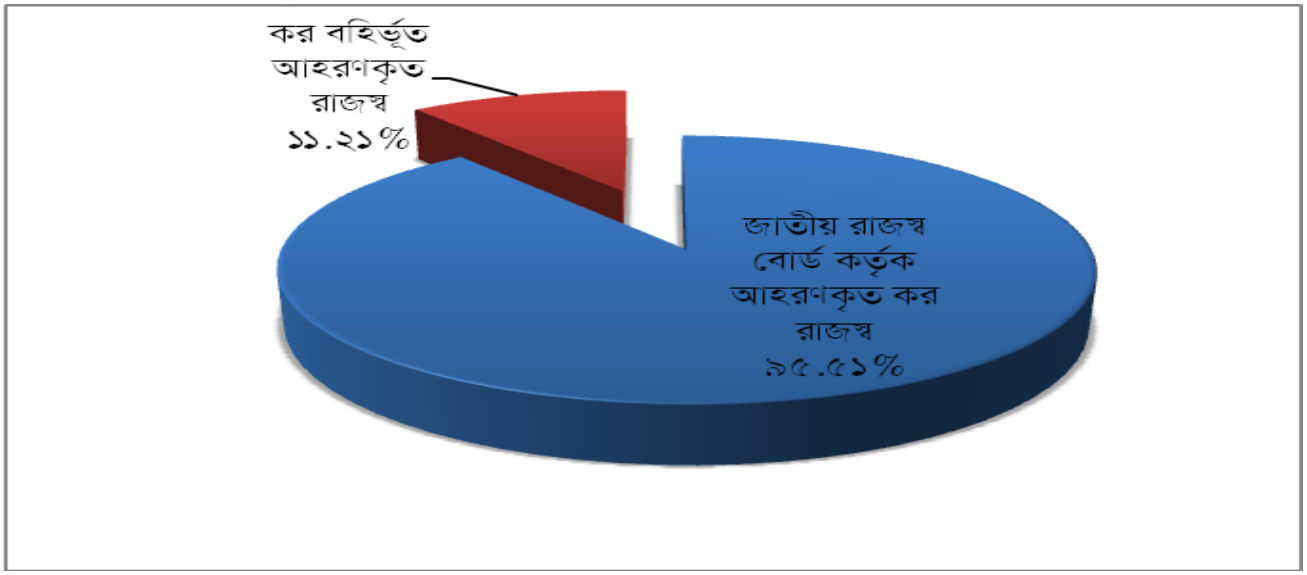

লেখচিত্র - ০৩ ঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আহরণকৃত মোট কর রাজস্বের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বর্হিভূত কর রাজস্ব অংশ

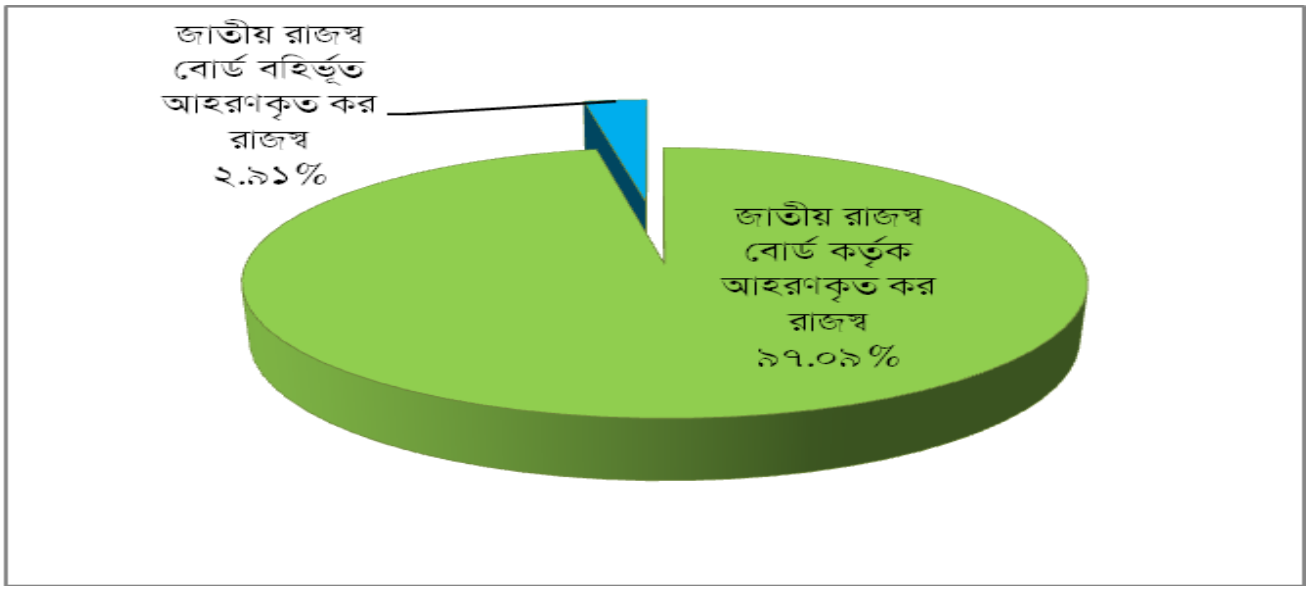

লেখচিত্র -০৪ ঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আহরণকৃত মোট রাজস্বের মধ্যে কর বর্হিভূত, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বর্হিভূত কর ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অংশ

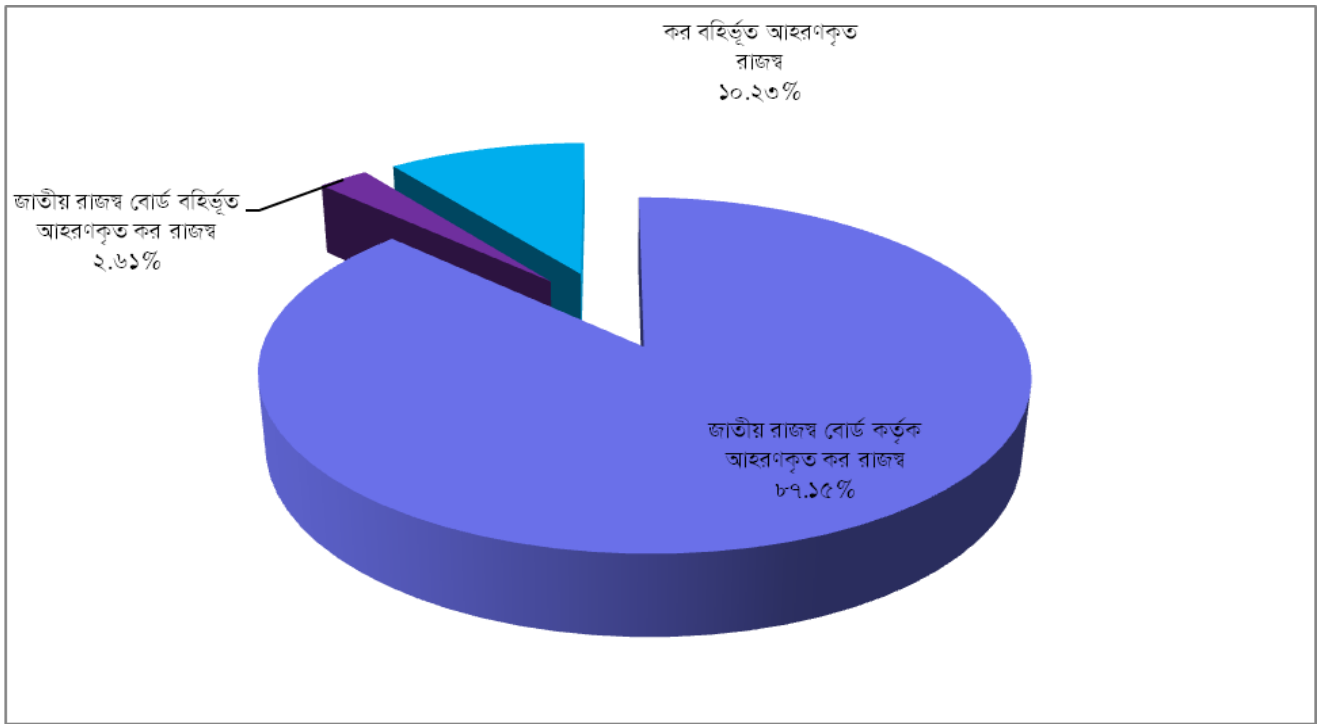

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন রাজস্বকে প্রধানতঃ দু'ভাগে দেখানো হয়। যথাঃ প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে আয়কর এবং অন্যান্য কর (বৈদেশিক ভ্রমণ কর, অন্যান্য কর ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরোক্ষ করের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট), সম্পূরক শুল্ক ও টার্নওভার কর। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব কাঠামো নিচের ছকে দেখানো হয়েছে ঃ

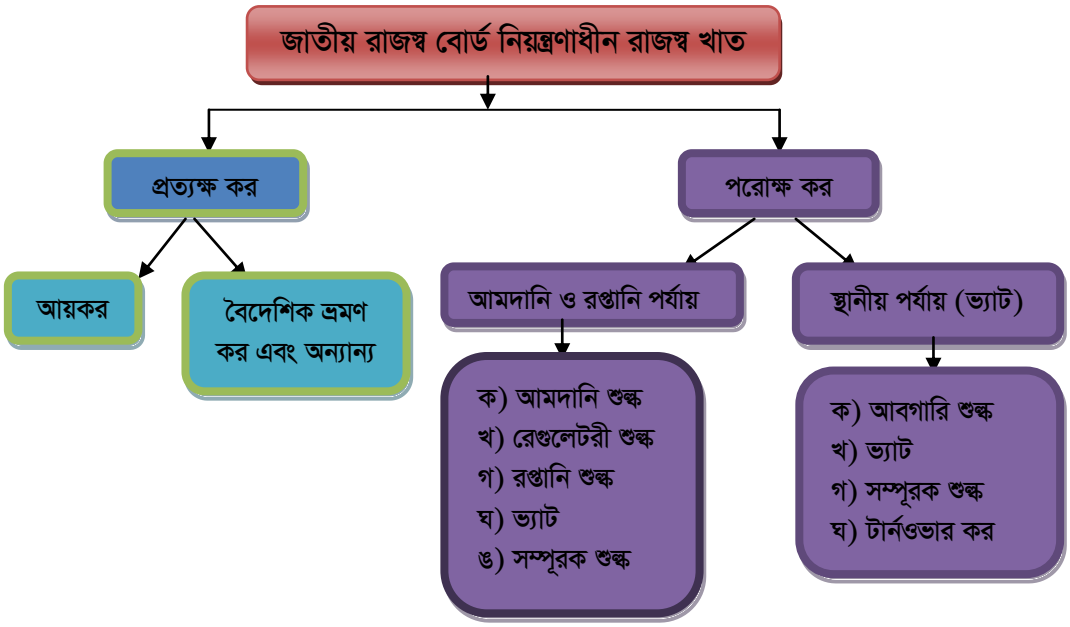

২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন রাজস্বের জন্য নির্ধারিত সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৮০০৬৩.০০ কোটি টাকা। মোট সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ২৮.৩৬ শতাংশ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ের জন্য, ৩৭.১৪ শতাংশ স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এর জন্য, ৩৪.৫০ শতাংশ আয়কর খাতের জন্য নির্ধারণ করা হয়। মোট সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার খাতভিত্তিক অংশ লেখচিত্র-৫ এ দেখানো হয়েছে। এ সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আলোচ্য অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আহরণ করেছে ২২০৭৭১.৬২ কোটি টাকা। সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৭৮.৮৩ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের আহরণ ২০২৩১২.৯৪ কোটি টাকার তুলনায় ১৮৪৫৮.৬৮ কোটি টাকা বা ৯.১২ শতাংশ বেশী। মোট আহরণকৃত রাজস্বের মধ্যে আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে ২৮.৭১ শতাংশ, স্থানীয় ভ্যাট পর্যায়ে ৩৯.৪৯ শতাংশ, আয়কর ও ভ্রমণ কর খাতে ৩১.৮০ শতাংশ আহরণ হয়েছে। আহরণকৃতমোট রাজস্বের খাতভিত্তিক অবদান লেখচিত্র-৬ এ দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন অর্থবছরের আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়, স্থানীয় পর্যায়, আয়কর এবং অন্যান্য করের ক্ষেত্রে আহরণকৃত রাজস্ব ও মোট আহরণকৃত রাজস্বের অংশের হিসাব সারণী-৯ এ দেখানো হয়েছে।

০৫। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য নির্ধারিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ পরিস্থিতি

লেখচিত্র - ০৫ ঃ মোট লক্ষ্যমাত্রার খাতভিত্তিক অংশ

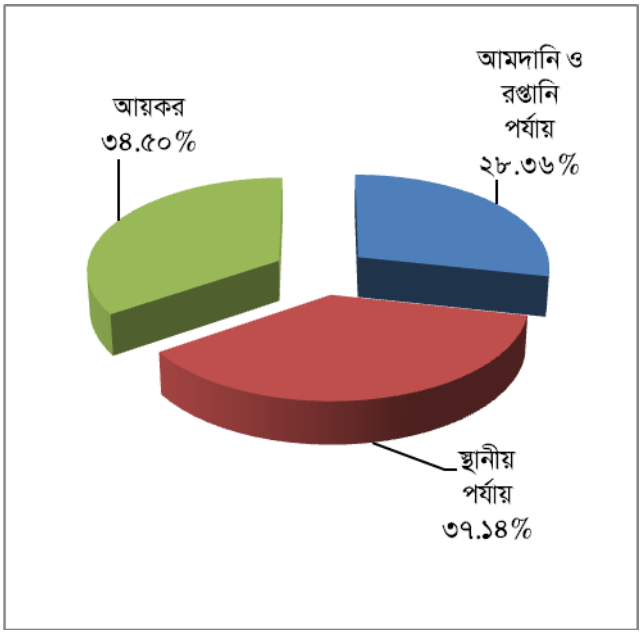

লেখচিত্র - ০৬ ঃ মোট আহরিত রাজস্বের খাতভিত্তিক অংশ

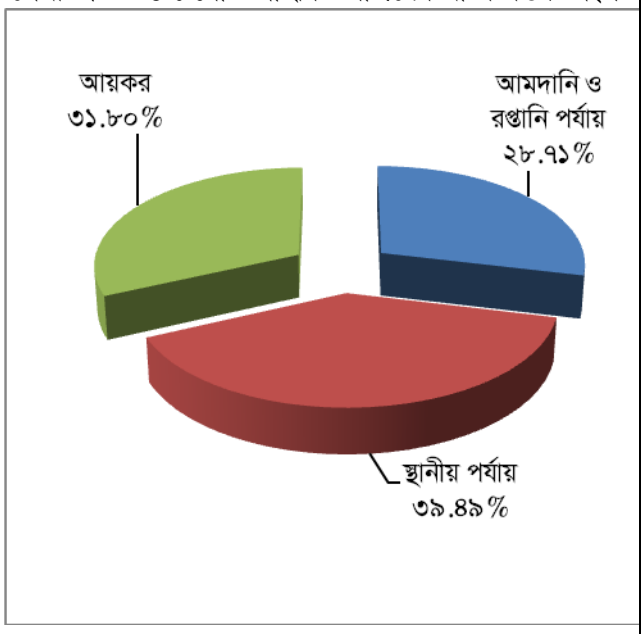

এছাড়া, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাসভিত্তিক রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ তথ্য সারণী-১০ এ দেখানো হয়েছে। ২০০০-০১ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা, আহরণ, প্রবৃদ্ধি ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার সারণী-৮ এ এবং উক্ত বছরসমূহের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের গতিধারা লেখচিত্র -০৭ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র - ০৭ ঃ ২০০০-০১ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা এবং আহরণের গতিধারা

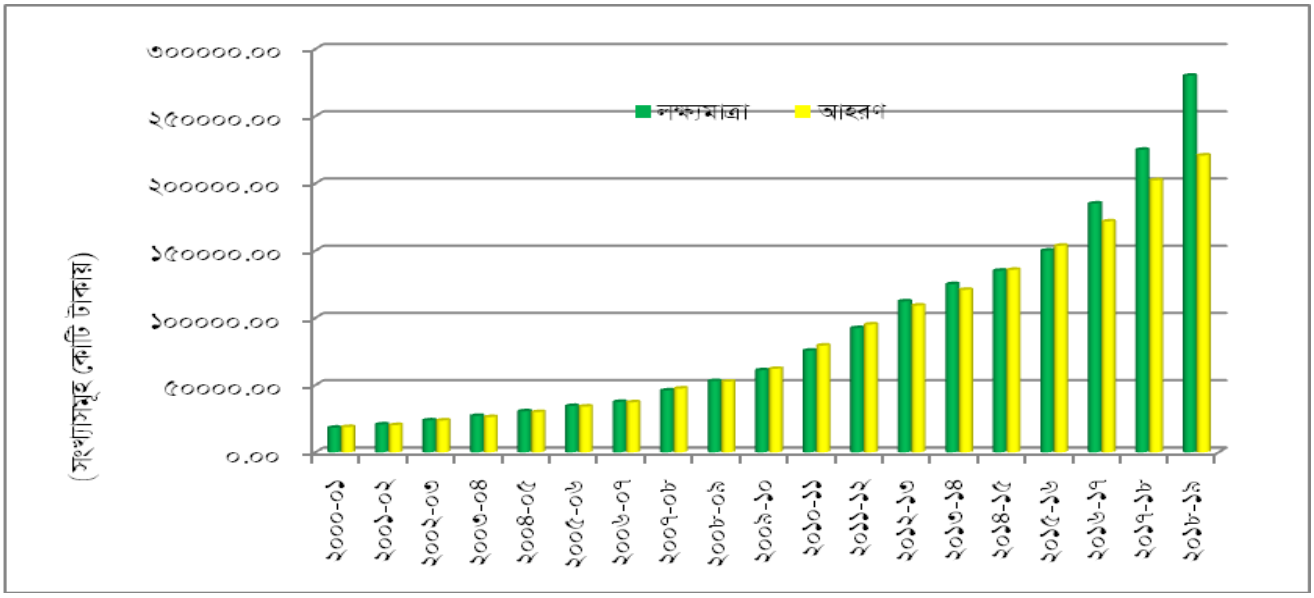

প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর ঃ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ করের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯৬৬৩২.০০ কোটি টাকা, আহরণ হয়েছে ৭০২০১.১৯ কোটি টাকা। এ আহরণ সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ২৬৪৩০.৮১ কোটি টাকা বা ২৭.৩৫ শতাংশ কম। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৭২.৬৫ শতাংশ। এ আহরণ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের আহরণ ৬২৩৪০.৪২ কোটি টাকা থেকে ৭৮৬০.৭৭কোটি টাকা বেশী। অর্থাৎ পূর্ববর্তী অর্থবছরের আহরণের তুলনায় প্রবৃদ্ধি ১২.৬১ শতাংশ। ২০০০-০১ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করের খাতভিত্তিক রাজস্ব আহরণ, প্রবৃদ্ধি এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মোট আহরণের অনুপাত সারণী-১৩ এ দেখানো হয়েছে।

একই সময়ে পরোক্ষ করের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৮৩৪৩১.০০কোটি টাকা, আহরণ হয়েছে ১৫০৫৭০.৪৩ কোটি টাকা। সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩২৮৬০.৫৭ কোটি টাকা বা ১৭.৯১ শতাংশ কম আহরণ হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৮২.০৯ শতাংশ। এ আহরণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের আহরণ ১৩৯৯৭২.৫২ কোটি টাকা থেকে ১০৫৯৭.৯১ কোটি টাকা বেশী। অর্থাৎ পূর্ববর্তী অর্থবছরের আহরণের তুলনায় প্রবৃদ্ধি ৭.৫৭ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কাস্টম হাউস এবং কমিশনারেটভিত্তিক পরোক্ষ করের লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ সারণী-১৪ এ এবং ২০০০-০১ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত পরোক্ষ কর আহরণের পরিমাণ ও প্রবৃদ্ধি সারণী-১৫ এ দেখানো হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত মোট রাজস্বের ৬৮.২০ শতাংশ আহরণ হয়েছে পরোক্ষ কর থেকে এবং ৩১.৮০ শতাংশ আহরণ হয়েছে প্রত্যক্ষ কর থেকে (সারণী ১৬)। বিভিন্ন অর্থবছরের পরোক্ষ কর ও প্রত্যক্ষ কর আহরণ প্রবণতা পর্যালোচনা (সারণী-১৬, সারণী-১৭ এবং সারণী-১৮) করলে লক্ষ্য করা যায় যে, মোট রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের অংশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত মোট রাজস্বে প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করের অংশের গতিধারা লেখচিত্র-০৮ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র - ০৮ ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কৃর্তক আহরণকৃত মোট রাজস্বে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের অংশের গতিধারা

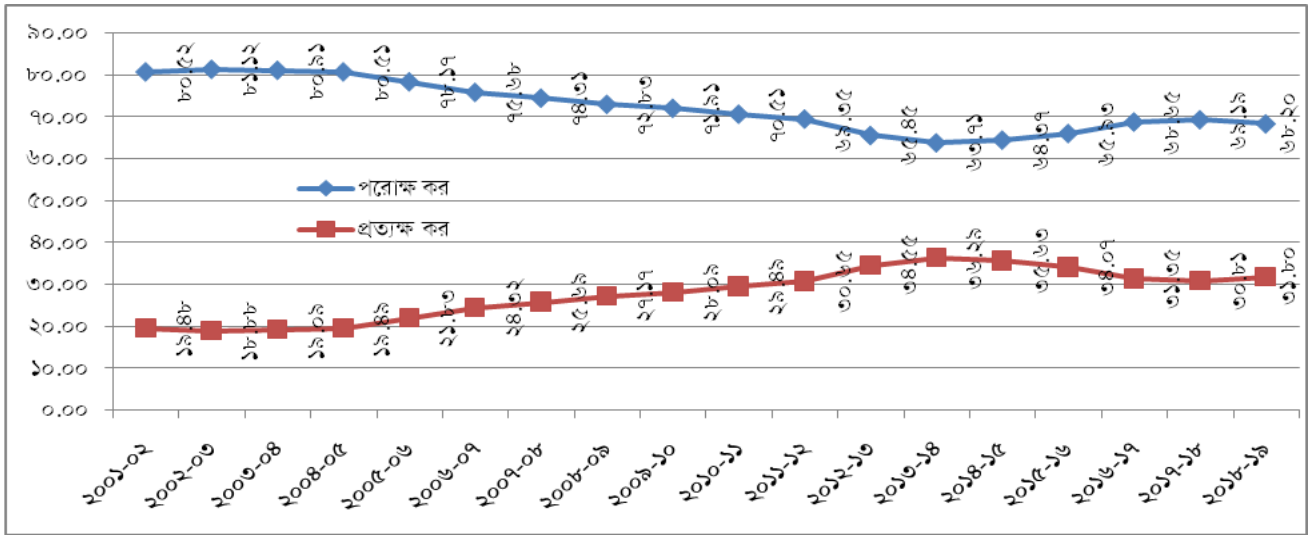

আবার, পরোক্ষ করের মোট রাজস্বের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ের ভ্যাটের রাজস্ব আহরণের অংশ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এবং আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ের রাজস্ব আহরণের অংশ ক্রমান্বয়ে কমছে। এছাড়া সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মোট আদায়ে, প্রত্যক্ষ কর অর্থাৎ আয়করের রাজস্ব এবং স্থানীয় পর্যায়ের ভ্যাটের রাজস্বের কর অনুপাত প্রায় সমান পর্যায়ে (৩২%-৩৯%) উপনীত হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত মোট রাজস্বে প্রত্যক্ষ কর, স্থানীয় ভ্যাট পর্যায়ে এবং আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্বের অংশের গতিধারা লেখচিত্র-০৯ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত মোট পরোক্ষ করে স্থানীয় ভ্যাট পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্ব এবং আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্বের অংশের গতিধারা লেখচিত্র-১০ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র- ০৯ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত মোট রাজস্বে প্রত্যক্ষ কর, স্থানীয় ভ্যাট পর্যায়ে এবং আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্বের অংশের গতিধারা

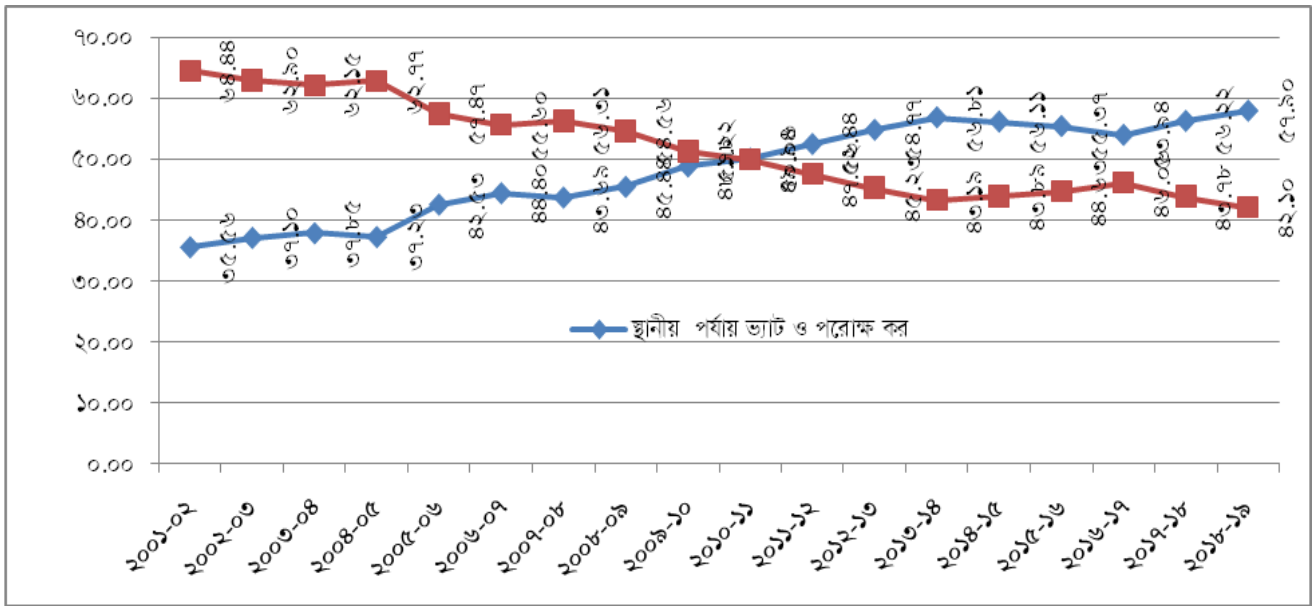

লেখচিত্র - ১০ ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত মোট পরোক্ষ করে স্থানীয় ভ্যাট পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্ব এবং আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্বের অংশের গতিধারা

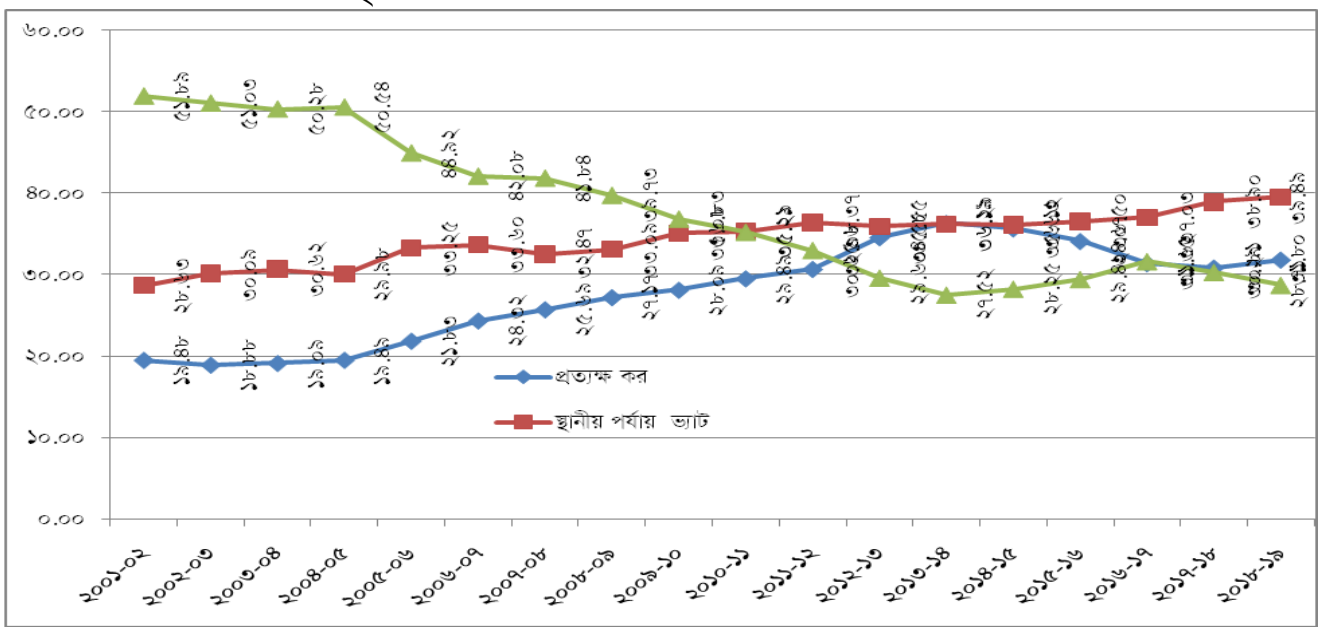

- ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন বিভিন্ন খাতের শুল্ক করাদির খাতভিত্তিক রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা, আহরণ ও পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের হ্রাস/বৃদ্ধি সারণী-১৭ এ দেখানো হয়েছে।
- ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করের বিভিন্ন প্রকার শুল্ক করাদির খাতভিত্তিক মূল ও সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ও রাজস্ব আহরণের পরিসংখ্যান সারণী -১৮ এ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করের খাতভিত্তিক মাসওয়ারী রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও খাতভিত্তিক মাসওয়ারী রাজস্ব আহরণ তথ্য এবং অর্ধবার্ষিক আহরণ তথ্য যথাক্রমে সারণী-১৯ এ, সারণী-২০ এ এবং সারণী-২১ এ দেখানো হয়েছে।

৬। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে বকেয়া রাজস্ব

২০১৭-১৮ অর্থবছরে পরোক্ষ কর (আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে এবং স্থানীয় পর্যায়ে) ও প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৪,৯৫২.১৩ কোটি টাকা ও ২০,০৯১.০৩ কোটি টাকা এবং বকেয়া রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৩,৫৭৯.১৫ কোটি টাকা ও ১,৬৩৫.৯৩ কোটি টাকা। মোট বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ৬৫,০৪৩.১৬ কোটি টাকা এবং মোট বকেয়া রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ৫,২১৫.০৮ কোটি টাকা (সারণী-২২)।

০৬। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত রাজস্বের বিপরীতে প্রশাসনিক ব্যয়

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন খাতসমূহ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণ হয়েছে মোট ২,২০,৭৭১.৬২ কোটি টাকা। অন্যদিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও এর অধীন প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের ব্যয় হয়েছে মোট ১৩৫২.১৪ কোটি টাকা (সারণী-২৩)। এ ব্যয়ের মধ্যে স্ট্যাম্পস/টাকা নোটস/সার্টিফিকেটস/ বন্ড মুদ্রণ ব্যয় বাবদ পরিশোধিত অর্থ ৫৪.৩৭ কোটি টাকা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। শুল্ক অফিস, ব্রাসেলস/পুরস্কার/স্ট্যাম্পস/টাকা নোটস/সার্টিফিকেটস/ বন্ড মুদ্রণ ব্যয়সহ মোট ব্যয় হিসেবে প্রতি ১০০ টাকা রাজস্ব আদায়ে ব্যয় হয়েছে ০.৬১ টাকা। স্ট্যাম্পস/টাকা নোটস/সার্টিফিকেটস/ বন্ড মুদ্রণের জন্য পরিশোধিত অর্থ বাবদ ব্যয় ব্যতিত প্রতি ১০০ টাকা রাজস্ব আহরণের জন্য ব্যয় হয়েছে ০.৫৯ টাকা (সারণী-২৪)।

অর্থাৎ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং রাজস্ব আহরণ বাবদ ব্যয়ের হার কমছে। লেখচিত্র-১১ এ দেখা যায় যে, রাজস্ব আহরণের অনুপাতে প্রশাসনিক ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে লেখচিত্র ১১

(ক) এ প্রশাসনিক প্রতি ১০০ টাকায় রাজস্ব আহরণে ব্যয়ের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হ্রাস পাচ্ছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আহরণের বিপরীতে প্রশাসনিক ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য সারণী-২৪ ও ২৪ (ক) এ রয়েছে।

লেখচিত্র - ১১ ঃ ব্যয়ের আনুপাতিক হারে রাজস্ব

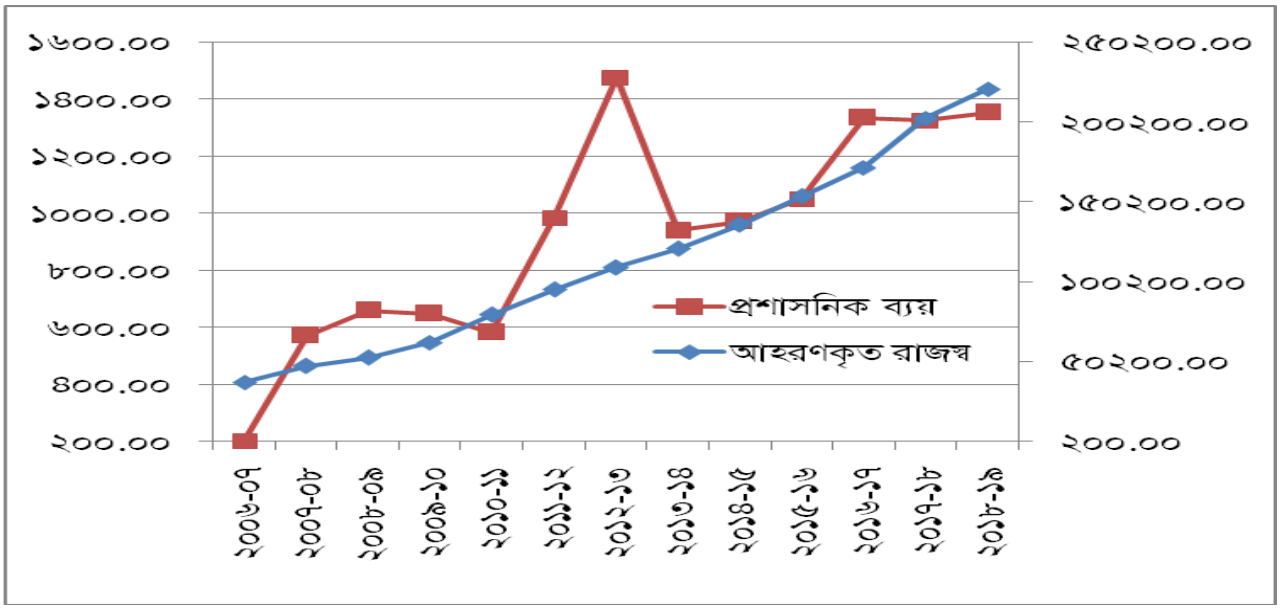

লেখচিত্র - ১১ (ক) ঃ প্রতি শত টাকা রাজস্ব আহরনে প্রশাসনিক ব্যয় (টাকা)

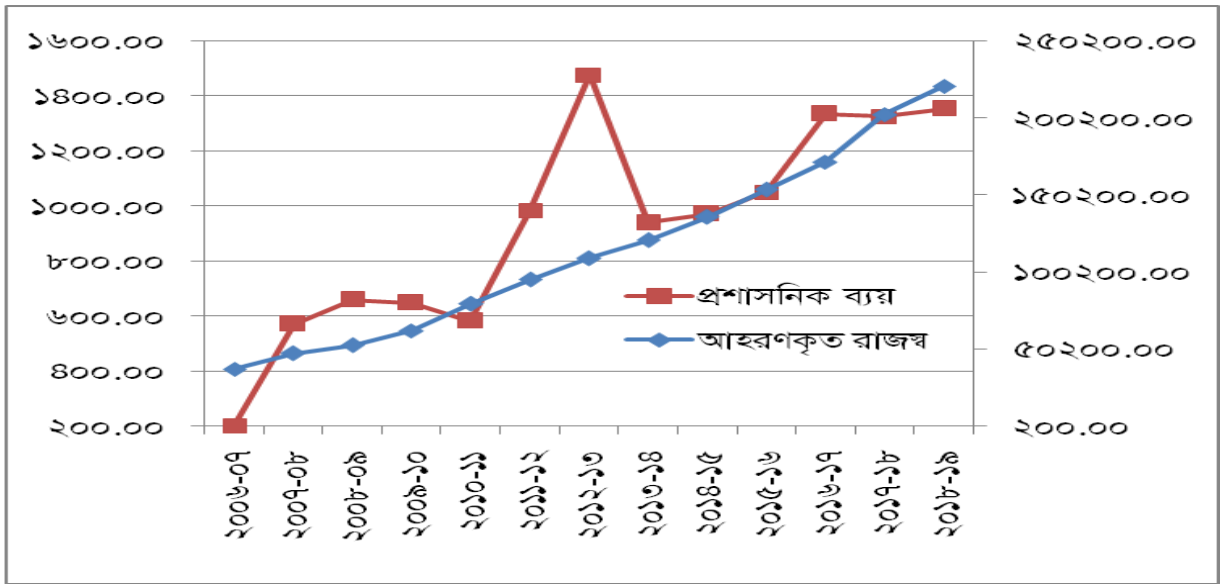

০৭। পরোক্ষ কর আহরণে প্রশাসনিক ব্যয়

২০১৮-১৯ অর্থবছরে পরোক্ষ কর আহরণ হয়েছে ১,৫০,৫৭০.৪৩ কোটি টাকা এবং এ আহরণ বাবদ প্রশাসনিক ব্যয় হয়েছে (শুল্ক অফিস, ব্রাসেলস, পুরস্কার, ব্যান্ডরোল এবং স্টাম্প মুদ্রণ ব্যয় ব্যতীত) ৫৫৩.৭০ কোটি টাকা। এ ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ টাকা রাজস্ব আদায়ে প্রশাসনিক ব্যয় হয়েছে ০.৩৭ টাকা। উল্লেখ্য, পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে পুরস্কার, ব্যান্ডরোল এবং স্টাম্প মুদ্রণ বাবদ ব্যয় ৫৪.৩৭ কোটি টাকা যোগ করা হলে মোট প্রশাসনিক ব্যয় দাঁড়ায় ৬২৫.২৬ কোটি টাকা। সেক্ষেত্রে প্রতি ১০০ টাকা রাজস্ব আদায়ে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ০.৪২ টাকা [সারণী-২৪ (ক)]।